যুগান্তর

তারিখ ... 29 JAN 2013

পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ......

প্রবেশে ব্যর্থ ছাত্রদল

ঢাবিতে ১৩ ককটেল বিস্ফোরণ আহত চার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে এবারও ব্যর্থ হয়েছে ছাত্রদল। তবে ছাত্রদল নেতারা এবার ক্যাম্পাসে প্রবেশ না করলেও ১৩টি ককটেল ফাটিয়ে ক্যাম্পাসে আতংক সৃষ্টি করে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা মুহুর্মুহু ককটেল বিস্ফোরণের শব্দে আতংকিত হয়ে পড়ে। এ সময় শিক্ষার্থীরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। সোমবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসব ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রলীগের নেতারা ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। এছাড়াও সোমবারের উত্তেজনা ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় ৪ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে ছাত্রদল কর্মী সন্দেহে ৭ জনকে আটক করেছে।

সম্প্রতি ঘোষিত ছাত্রদলের নতুন কমিটির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। কেননা গত কমিটির বড় ব্যর্থতা ছিল সাবেক সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর ওপর হামলার পর ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না পারা। তাই নতুন কমিটি ঘোষিত হওয়ার পরপরই ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা চাচ্ছিলেন সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা যেন কম সময়ের মধ্যেই ক্যাম্পাসে মিছিল-মিটিং শুরু করে। শুরুতে কেন্দ্রীয় নেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেও তা সম্ভব হয়নি। এরপর তারা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সঙ্গে ক্যাম্পাসে মতবিনিময় করলেও শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে।

বিস্ফোরণ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

বিস্ফোরণ : ১৩ ককটেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রবেশে ব্যর্থ হওয়ার কারণ : এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রোববার রাতেই ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে কাল (সোমবার) ছাত্রদল ক্যাম্পাসে আসবে। রাতেই হলগুলোতে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার স্লোগান নিয়ে ছাত্রলীগ মিছিল করে। রাত থেকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। সকাল থেকে ক্যাম্পাসে তাদের অবস্থান আরও বাড়তে থাকে। অন্যদিকে সকাল থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে ছাত্রদল কর্মীরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেয়। তারা অপেক্ষায় থাকেন বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মহিদুল হাসান হিরুর। কিন্তু সময় গড়িয়ে গেলেও হিরু ক্যাম্পাসে আসেননি। ফলে সাধারণ কর্মীরা ছাত্রলীগের কর্মীর হাতে মার খান। নাম প্রকাশ না করে ছাত্রদলের কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, মূলত ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিরুর কারণেই তারা ক্যাম্পাসে আসতে পারেননি। নব নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পক্ষে থাকলেও হিরু এর বিরোধিতায় ছিলেন। হিরু চান না ছাত্রদল ক্যাম্পাসে আসুক। এ সময় অনেক নেতা হিরুর সঙ্গে ছাত্রলীগের আঁতাত ও পূর্বের কমিটির এজেন্ডা বাস্তবায়নেরও অভিযোগ করেন।

ককটেল বিস্ফোরণ : ছাত্রদল ক্যাম্পাসে প্রবেশের খবর নিয়ে সকাল থেকেই চরম উত্তেজনা বিরাজ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এ উত্তেজনার সঙ্গে আরও যোগ হয় ১৩টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শী ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জন হলের সামনে ৪টি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। সেখান থেকে অবিস্ফোরিত অবস্থায় একটি ককটেল উদ্ধার করা হয়। এরপর পর্যায় পর্যায় জহুরুল হক হল গেটের উল্টো দিকে মুহসীন হল মাঠের পাশে ২টি, লাইব্রেরির পেছনে ও মসজিদের সামনের দিকে ৪টি, কলাভবনের সামনে ২টি এবং টিএসসিতে ১টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ছাত্রলীগের অভিযোগ, ছাত্রদল ও শিবিরের কর্মীরা এই বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আর ছাত্রদল এসব অভিযোগ অস্বীকার করলেও পুলিশ বলছে, ছাত্রদলই এসব ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

চার শিক্ষার্থী আহত : ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় ৪ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ২ জন সাধারণ ছাত্র ও ২ জন ছাত্রদল কর্মী বলে জানা গেছে। আহতরা হলেন— ছাত্রদল নেতা রহমান, মোহন এবং মুহসীন হলের ছাত্র আসাদ ও আনিসুল।

এদিকে দুপুরের দিকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ছাত্রলীগ। এর আগে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মেহেদী হাসান মোল্লা ও সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফের নেতৃত্বে টিএসসি চত্বর, বটতলা, জহুরুল হক হল ও মুহসীন হল এলাকায় টহল দেয় ছাত্রলীগ কর্মীরা।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ যুগান্তরকে বলেন, ছাত্রদল ক্যাম্পাসের শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করার পাঁয়তারা করছে। তারা লাইব্রেরিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করছে। এদিকে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মহিদুল হাসান হিরু বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পুলিশ ও ছাত্রলীগের বাধায় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারেনি। তবে তারা নির্দিষ্ট ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবেন। এছাড়া তিনি এর ব্যাপারে দলের অভিযোগ অস্বীকার করেন।